বাংলাদেশের ইতিহাস-০৫:

১৯০৫ থেকে ১৯৪৭

বঙ্গভঙ্গের সময় বৃটিশ রাজা ছিলেন এডওয়ার্ড VII

বঙ্গভঙ্গ

বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানানো পূর্ববাংলার

প্রথম মুসলিম নেতা নবাব সলিমুল্লাহ

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা

স্বদেশী আন্দোলন

মুসলিম লীগ

- মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল-মুসলিম লীগ
- প্রতিষ্ঠা- ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে ঢাকায়
- প্রতিষ্ঠাতা- নবাব সলিমুল্লাহ্
- প্রথম সভাপতি-আগা মোহাম্মদ খান
- প্রথম অধিবেশন হয়-১৯০৭ সালে করাচিতে
- পাকিস্তান স্বাধীনে নেতৃত্ব দেয়-মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগ

- মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল।
- প্রতিষ্ঠা: ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে ঢাকায়
- প্রতিষ্ঠাতা: নবাব সলিমুল্লাহ্
- প্রথম সভাপতি: আগা মোহাম্মদ খান
- প্রথম সম্মেলন: ১৯০৭ সালে করাচিতে
- পাকিস্তান স্বাধীনে নেতৃত্ব দেয়: মুসলিম লীগ

প্রতিষ্ঠালগ্নে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য: ৩টি

১. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতের মুসলমান জনগণের আনুগত্য বৃদ্ধি করা।

২. ভারতীয় মুসলিম জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করা।

৩. উপরোক্ত উদ্দেশ্য ২টি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যেন বিদ্বেষ ভাব সঞ্চার না হয় তার ব্যবস্থা করা।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটান সর্বভারতীয় কংগ্রেস

স্বদেশী আন্দোলন

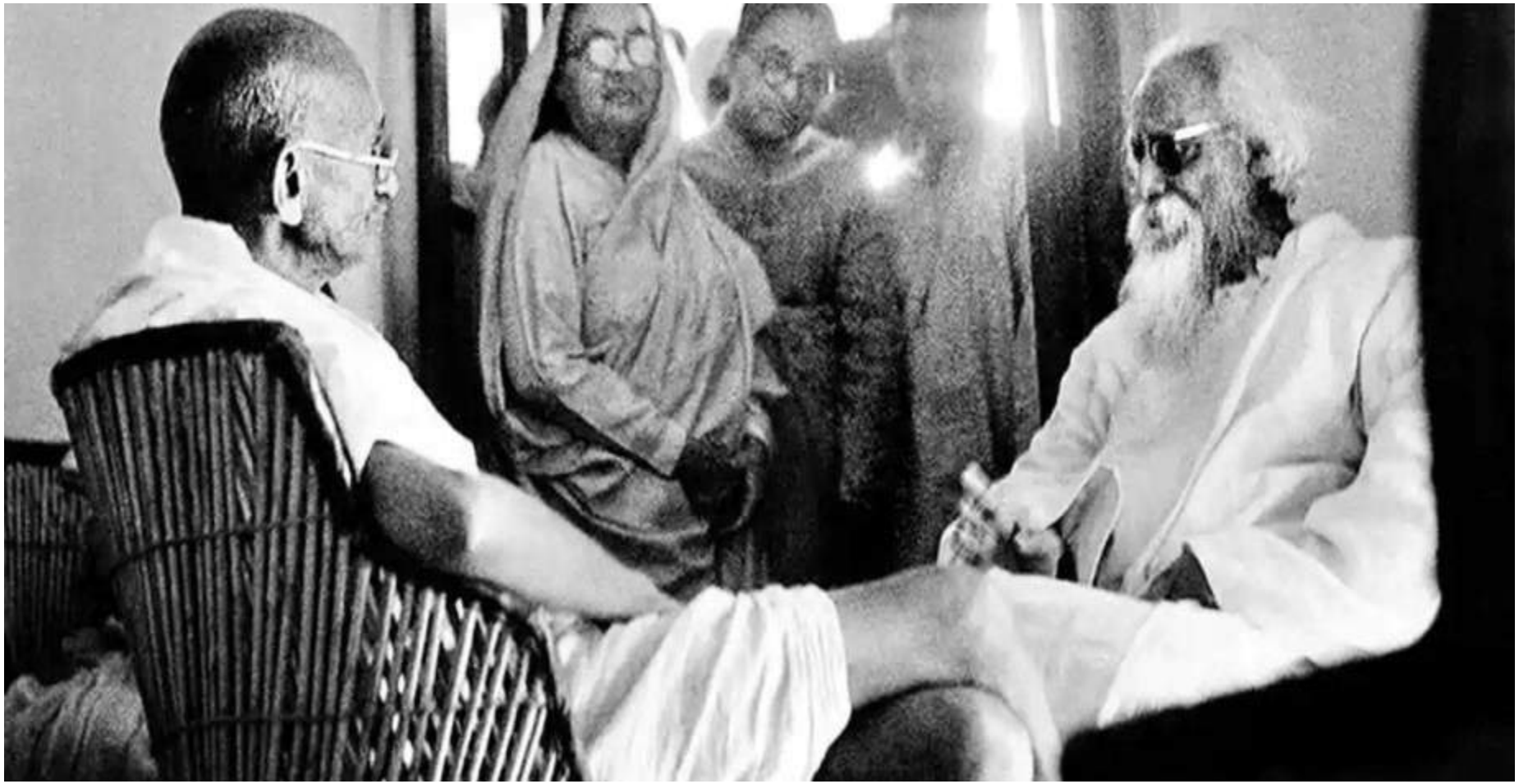

স্বদেশী আন্দোলন

ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

অপর নাম: **বয়কট আন্দোলন**

স্বদেশী আন্দোলন

মূল কর্মসূচী ২টি

স্বদেশী ও বয়কট

স্বদেশী আন্দোলনের শ্লোগান

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

- বাংলার ঐক্যের জন্য বাংলার প্রকৃতি নিয়ে লিখেন: **আমার সোনার বাংলা গান**
- প্রকাশিত হয়: ১৯০৫ সালের ৭ অক্টোবর বঙ্গদর্শন পত্রিকায়

বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানের সূচনা—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্বদেশী আন্দোলনে নিয়ে রচনা করেন

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদেরই বসুন্ধরা

"পরোনা রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী, কভু হাতে আর পরো না..."

-মুকুন্দ দাস (বরিশাল)

স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে পত্রিকা

যুগান্তর

সন্ধ্যা

স্বদেশী আন্দোলন ব্যর্থ হয় যে কারণে

অবাঙালি মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ী ও গ্রাম-বাংলার ব্যবসায়ীরা যুক্ত না হওয়ায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

আন্দোলনের সমর্থনে গঠিত সমিতি

- ঢাকা: **অনুশীলন সমিতি (প্রধান: পুলিন বিহারী দাস)**
- কলকাতা: **যুগান্তর**

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

- বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তাদের উপর হামলাই ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য।
- কলকাতার 'যুগান্তর সমিতি'র সদস্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ৩০ এপ্রিল, ১৯০৮ সালে কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। এই বোমা হামলার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

ক্ষুদিরাম বসু

ব্রিটিশ বিরোধী সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী।

কলকাতার ‘যুগান্তর সমিতি’র সদস্য ক্ষুদিরাম ও

প্রফুল্ল চাকী **৩০ এপ্রিল, ১৯০৮** সালে

কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে।

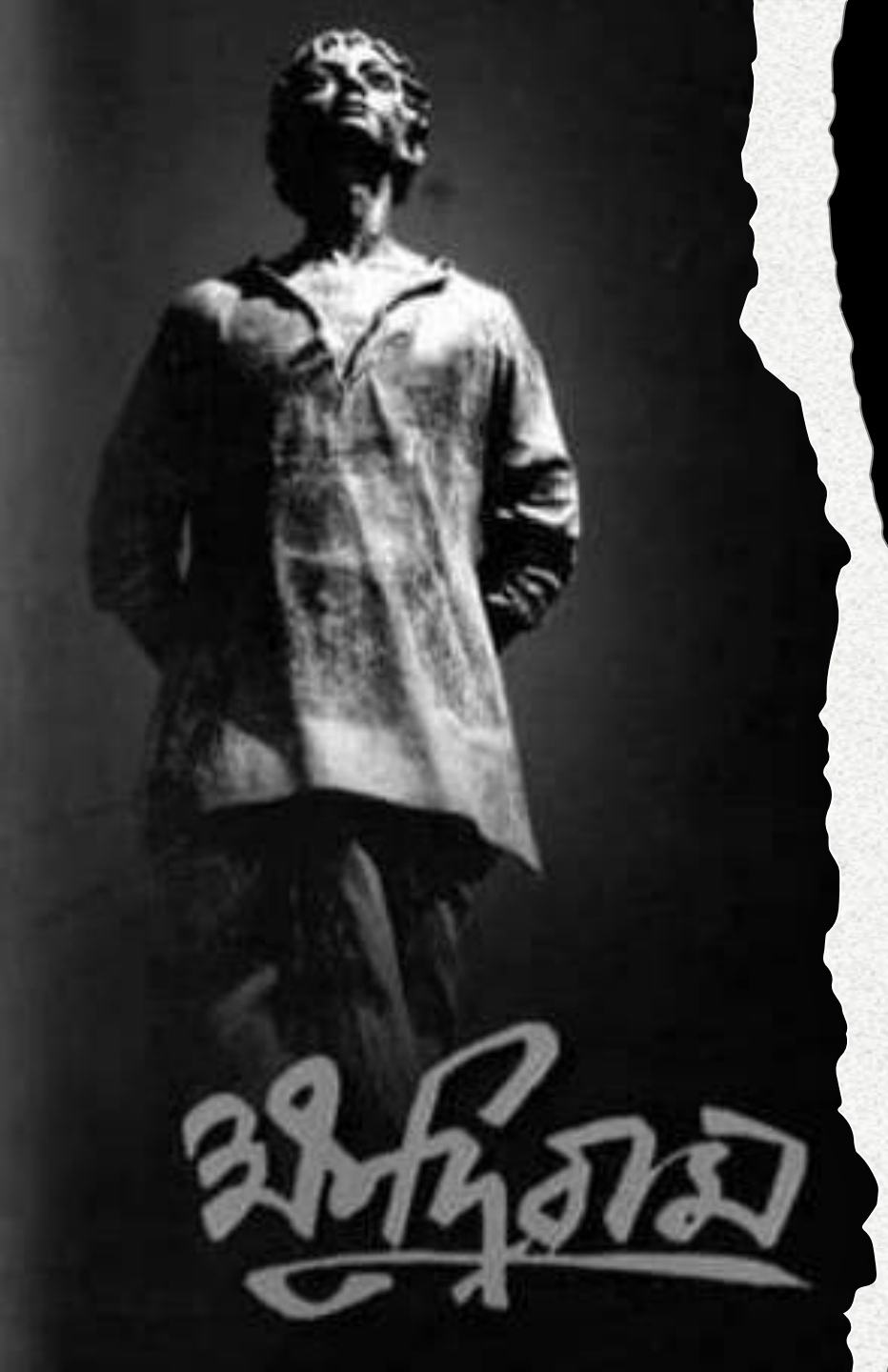

ক্ষুদিরাম বসু

ক্ষুদিরামকে ১৯০৮ সালে (১৮ বছর ৭ মাস বয়সে) মুজাফফরপুর কারাগারে

ফাঁসি দেয়া হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ

পরবর্তীতে কংগ্রেস ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের আন্দোলনের মুখে **১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর** লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদ বা বাতিল করতে বাধ্য হন।

বঙ্গভঙ্গে রদ এর সময় বৃটিশ রাজা ছিলেন–পঞ্চম জর্জ।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষিতে গান

জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক **জয় হে** ভারতভাগ্যবিধাতা! **জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।**

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গভঙ্গ রদ বা বাতিলের পর ১৯১২ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতার পরিবর্তে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়।

লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১৯১০)

- মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯) অনুযায়ী মুসলিমরা পৃথক নির্বাচনের অধিকার লাভ করে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬)

- বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।
- রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর।
- ঢাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ‘নাথান কমিশন’ গঠন।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৯১৫)

মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার (১৯১৯)

- ভারত সরকার আইন, ১৯১৯-কে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারও বলা হয় কারণ ১৯১৭ সালে এডউইন মন্টেগুকে ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেট করা হয়েছিল।

  এডউইন মন্টেগু ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসিত একটি দেশ গঠনের জন্য ধীরে ধীরে বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তিনি এই প্রস্তাব দেন।

লর্ড রিডিং (১৯২১-১৯২৬):

ঢাবি প্রতিষ্ঠা করেন

লর্ড লিনলিথগো (১৯৩৬-১৯৪৩)

- প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৩৭)
- পশুর জাত উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন

লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-১৯৪৭)

তার আমলে ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০)

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়

'গণকণ্ঠ' দূরালাপনী ঃ

গণকণ্ঠ

মেহনতী মানুষের দৈনিক মুখপত্র

বন্যার দরুন শস্যহানি, ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশ আমদানী, বণ্টনে অব্যবস্থা, মজুতদারী ও চোরাচালানের পরিণতি

খাদ্য সংকট তীব্রতর হচ্ছে

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের মন্বন্তর) নিয়ে

- ❑ চলচ্চিত্র: আকালের সন্ধানে (পরিচালক: মৃণাল সেন)
- ❑ চলচ্চিত্র: অশনি সংকেত (পরিচালক: সত্যজিত রায়)
- ❑ চিত্রকর্ম: ম্যাডোনা-৪৩ (জয়নুল আবেদীন)
- ❑ নাটক: নেমেসিস (নুরুল মোমেন)
- ❑ নাটক: ছেড়া তার (তুলসী লাহিড়ী)
- ❑ বই: চার্চিলস সিক্রেট ওয়ার (মধুশ্রী মুখার্জী)

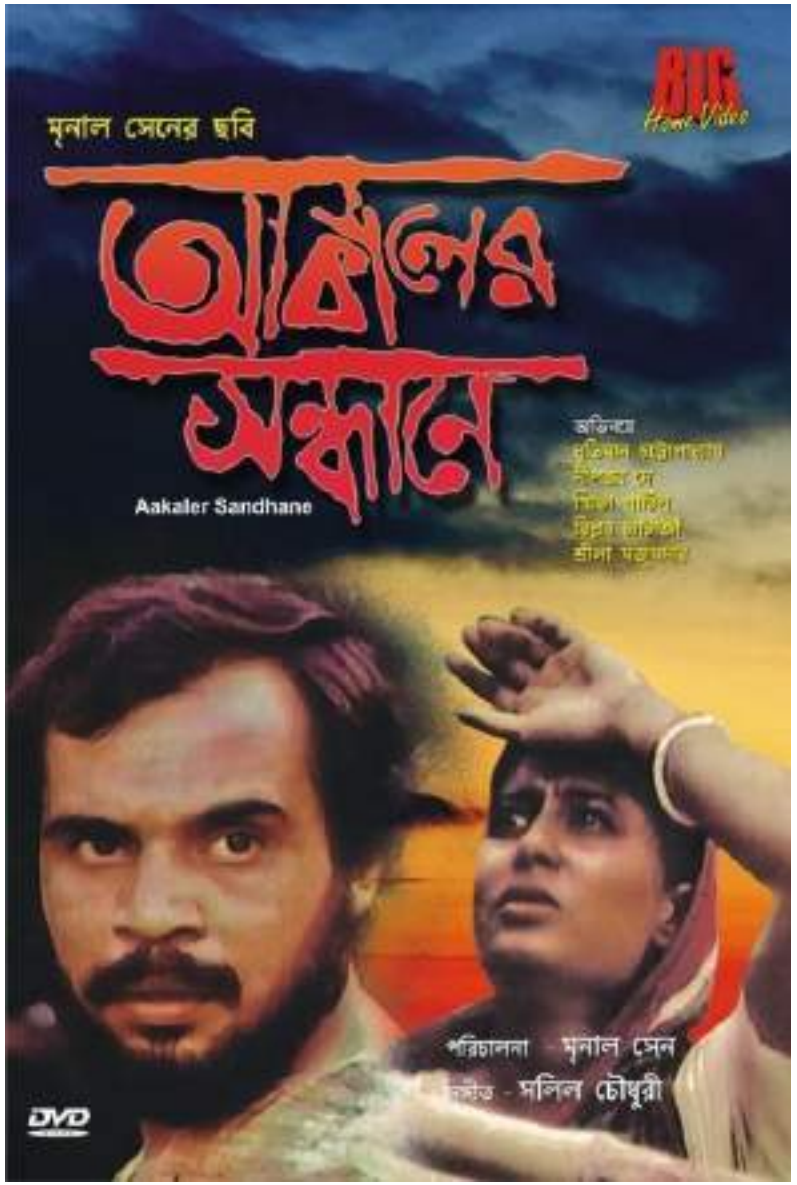

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ

নিয়ে চলচ্চিত্র

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে চলচ্চিত্র

ম্যাডোনা-৪৩: (জয়নুল আবেদীন) ~ তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে চিত্রকর্ম

পঞ্চাশের মন্বন্তর

নিয়ে লেখা নাটক

পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে লেখা: নাটক

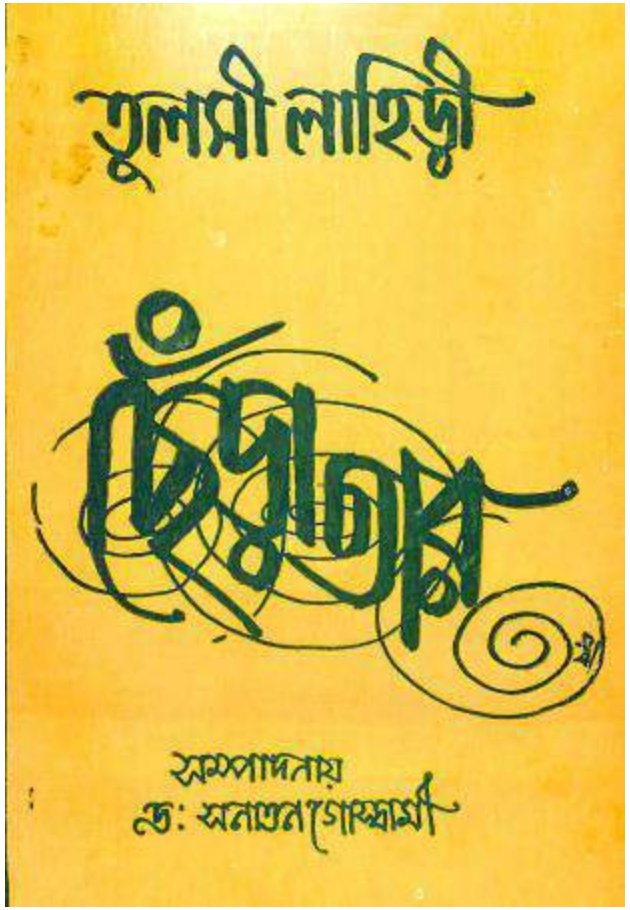

লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৭)

- উপমহাদেশের শেষ ভাইসরয় হিসেবে ছিলেন।
- স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল

স্বাধীনতার পথে

ব্রিটিশ পিরিয়ডে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

(১৭৬০-১৮০০)

ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ

- ফকির বিদ্রোহের নেতা ছিলেন - মজনু শাহ।
- সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন - ভবানী পাঠক।
- ভবানী পাঠকের সহযোগী - দেবী চৌধুরানী

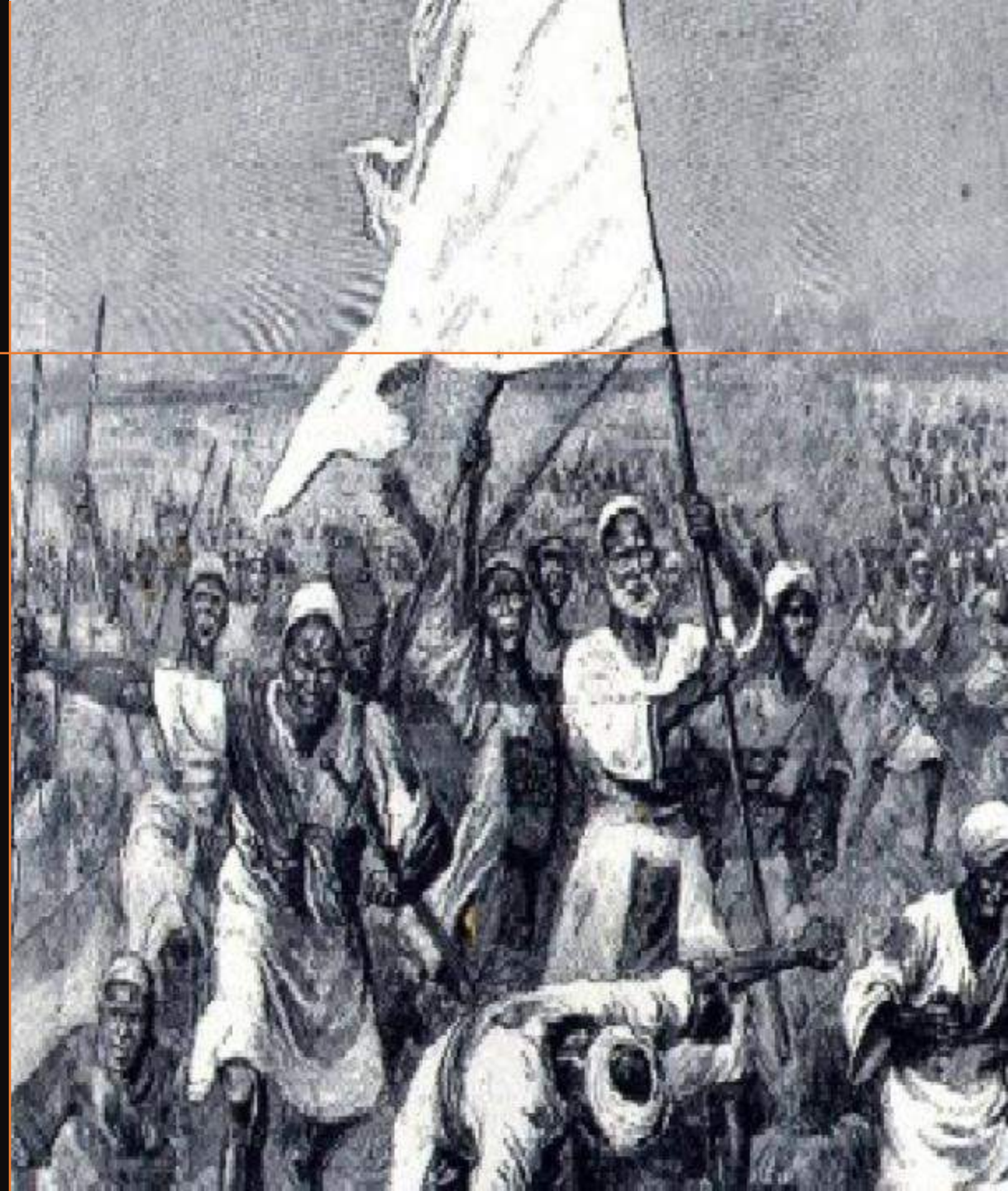

চাকমা বিদ্রোহ:

(১৭৭৬-১৭৮৭)

নেতৃত্ব দেন:

জোয়ান বক্স খাঁ

চাকমা বা কার্পাস বিদ্রোহ নেতা

জোয়ান বক্স খাঁ

বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের

পতাকা উড়ানো নেতা

বাঁশেরকেল্লা বিদ্রোহ

তিতুমীর ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া থেকে বিদ্রোহ করেন।

- তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী। তিনি নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।
- মেজর স্কটের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী ১৮৩১ সালে তিতুমীরকে পরাজিত করে এবং কামান ও গোলাগুলিতে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়।

ফরায়েজী আন্দোলন

হাজী শরীয়ত উল্লাহ

ফরায়েজি আন্দোলন

- ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা ছিলেন – হাজী শরীয়তুল্লাহ। (জন্ম ১৭৮১, মৃত্যু ১৮৪০ সালে)।
- হাজী শরীয়তউল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন- মাদারীপুরে
- ফরায়েজী আন্দোলন শুরু হয়- ১৮১৮ সালে
- ফরায়েজী আন্দোলনের কেন্দ্র ভূমি ছিল- ফরিদপুর।
- তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হাব' বা বিধর্মীদের দেশ বলে ঘোষণা করেন।
- হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের দায়িত্ব নেন তাঁর পুত্র দুদু মিয়া।
- দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেন।

দুদুমিয়া

“জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী”

নীল বিদ্রোহ

- বাংলায় নীলচাষ শুরু হয় ১৭৭০-১৭৮০ সালের মধ্যে।
- নীল বিদ্রোহ তুঙ্গে ওঠে- ১৮৬০ সালে।
- নীল বিদ্রোহের প্রবাদ পুরুষ ছিল- সর্দার বিশ্বনাথ।
- ইংরেজ সরকার ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠন করে নীলচাষকে ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা করে।
- নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে— ১৮৬২ সালে।

'নীলদর্পণ'

- নীল করদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হয়- নীলদর্পণ |
- 'নীলদর্পণ' গ্রন্থের রচয়িতা - দীনবন্ধু মিত্র।
- “নীল দর্পণ” নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় – ঢাকার বাংলা প্রেস থেকে।
- “নীল দর্পণ” নাটকটি মঞ্চায়িত হওয়ার সময়ে মঞ্চে জুতো ছুড়েন— বিদ্যাসাগর।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত A Native ছদ্মনামে নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন— “Indigo Planting Mirror” নামে।

খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪)

- নেতৃত্ব দেন- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমূখ।
- খিলাফত আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে একতা দৃঢ় করে রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম দেয়।

রাওলাট আইন/কালো আইন (পাস হয় ১৯১৯ সালে)

রাওলাট আইন পাস হয় —ব্রিটিশ সরকার দ্বারা ভারতে সরকার বিরোধী আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এই আইন করা হয়েছিল। এই আইনে বিভিন্ন ধারা ছিলো যেগুলোর মধ্যে সরকারবিরোধী প্রচারকার্য দণ্ডনীয় ঘোষণা, বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার, বাড়ি তল্লাশি, সন্দেহভাজনকে সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া বিচারকার্য, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, মুক্তির জন্য অর্থদণ্ড, আপিলের নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড (১৯১৯)

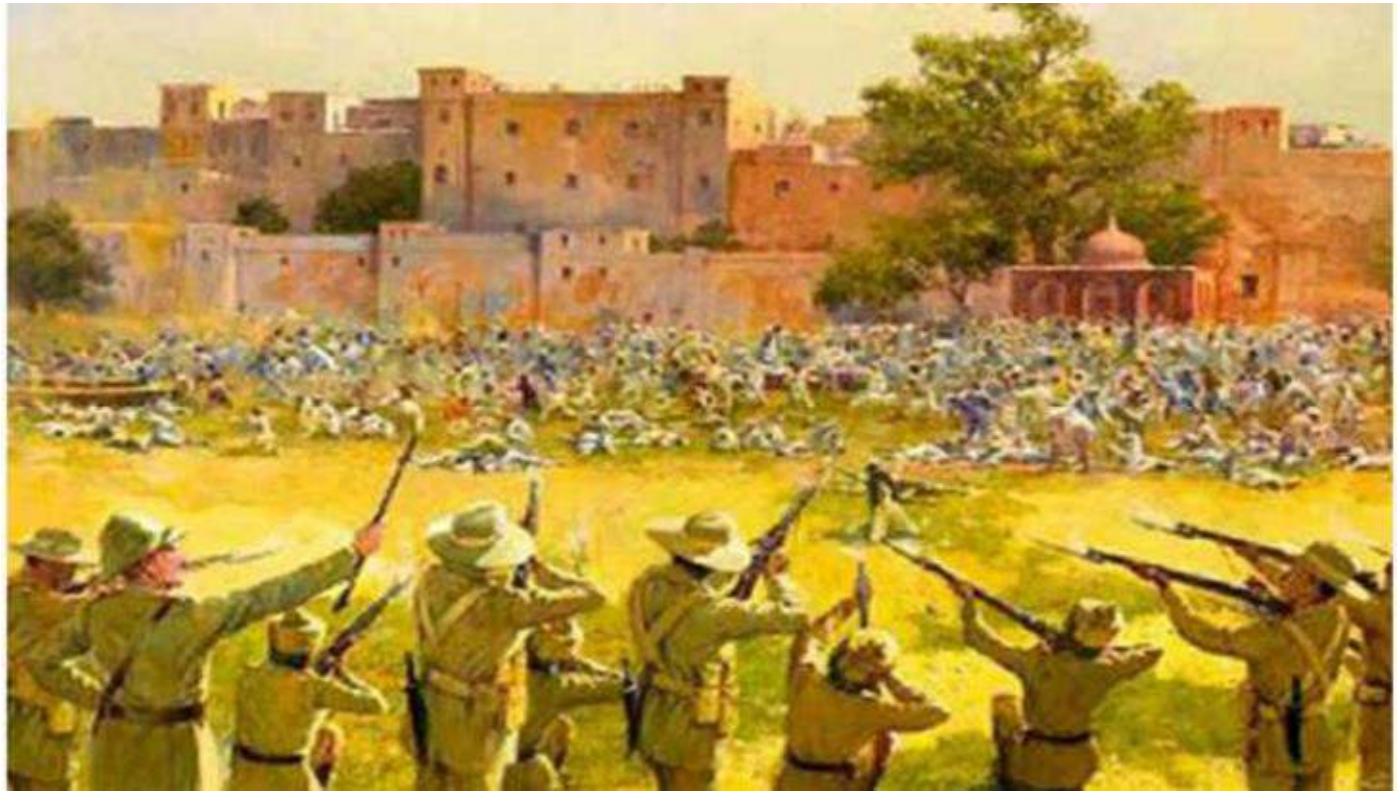

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড (১৯১৯)

- রাওলাট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে – জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয় নাগরিকরা একত্রিত হয়।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল— পাঞ্জাবের অমৃতসরে (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে)।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে: জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৯ সাল)।

অসহযোগ আন্দোলন

- আন্দোলন চলে ১৯২০-১৯২২ পর্যন্ত।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন সংগঠিত হয়।

বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩

- স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করে এই চুক্তি করেন।

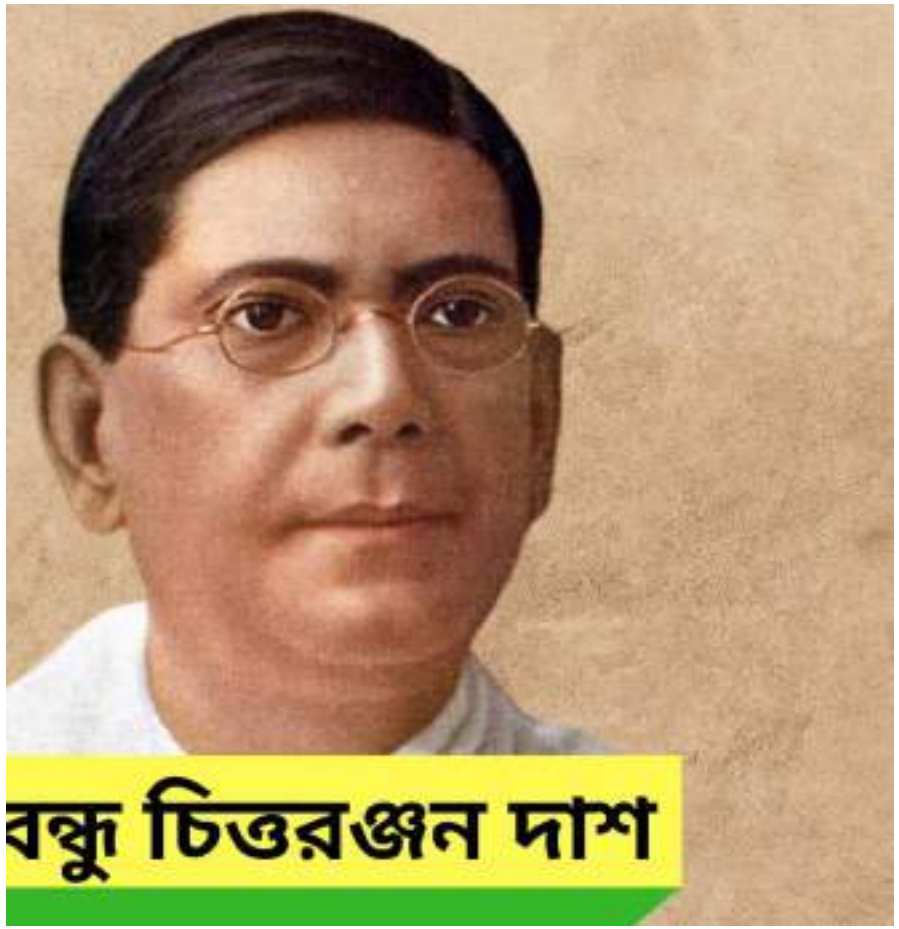

বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩

- এটি **'সি আর দাশ ফর্মুলা'** নামেও পরিচিত।
- স্বাক্ষর: ১৯২৩
- পক্ষ: স্বরাজ পার্টি ও মুসলমানদের একাংশ

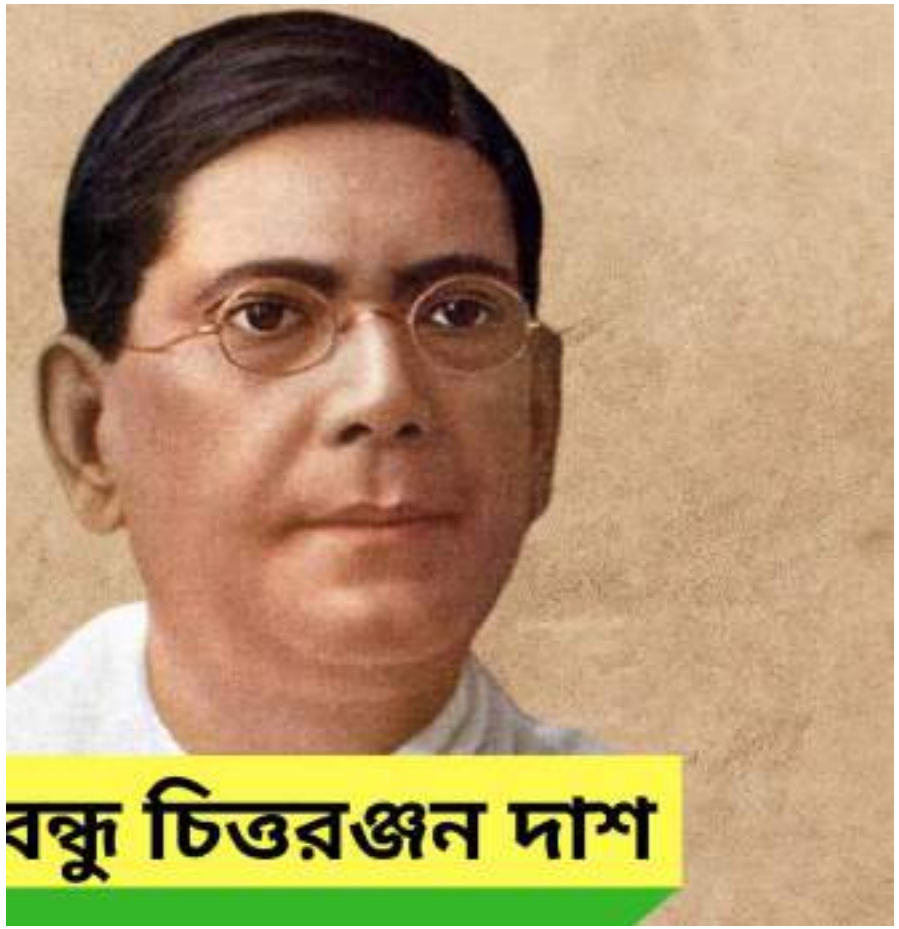

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০)

১৯২৯ সালে ভাইসরয় আরউইন কর্তৃক ঘোষিত ডোমিনিয়নের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে এই আন্দোলন করেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন

- গান্ধীজী মনে করেন, সত্যাগ্রহীরা শান্তিপূর্ণভাবে অহিংস আন্দোলন করবে এবং সে কখনোই হিংস হয়ে উঠবে না |
- মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করে অত্যাচারীর হৃদয় পরিবর্তন ঘটানোই বা তার অন্তরের শুভবুদ্ধির জাগরন ঘটানোই হলো সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য |

সূর্যকুমার সেন (মাস্টারদা)

- **‘চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী’ (পরে চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি)**
- ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের ২টি সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন।
- ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি তাঁকে ফাঁসি দিয়ে মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

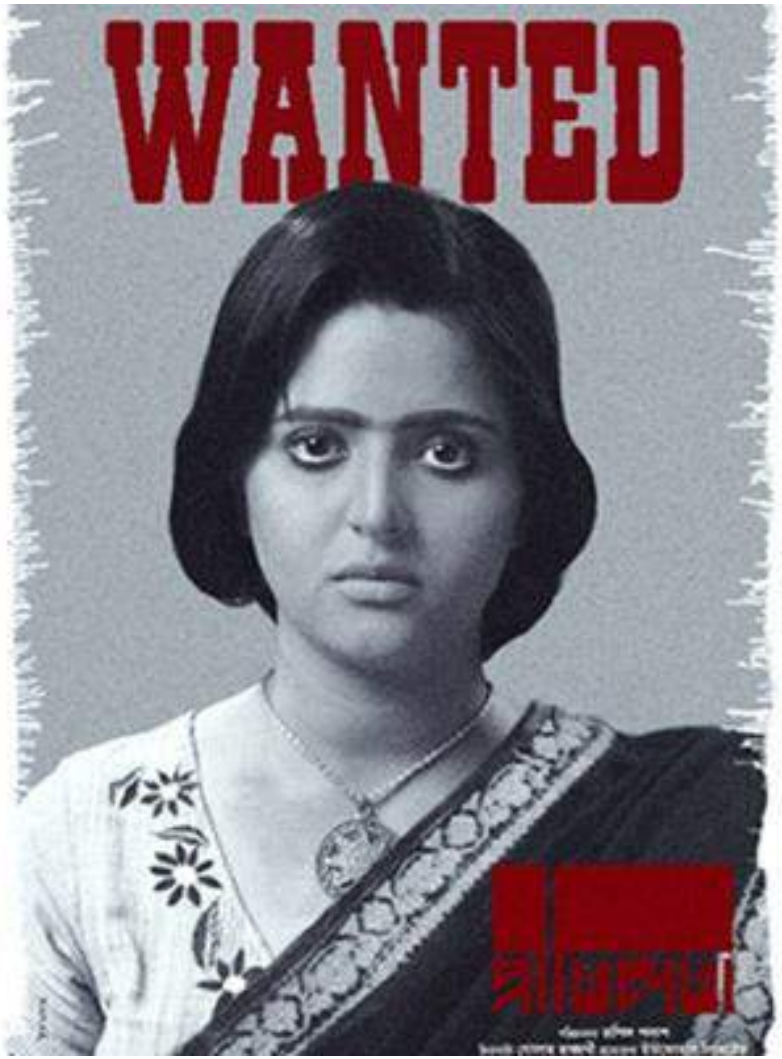

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

- মাস্টারদার ছাত্রী।
- লীলা নাগের '**দীপালি সঙ্ঘের**' অন্তর্ভুক্ত **শ্রী সংঘের** সদস্য ছিলেন।
- ১৯৩২ সালে মাস্টারদা, প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তকে চট্টগ্রামের 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের জন্য মনোনীত করা হয়।
- সেখানে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

সুনীতি চৌধুরী:

সর্বকনিষ্ঠ নারী বিপ্লবী